১. ঊনবিংশ শতকের ভারতে কৃষির বাণিজ্যকীকরণ কীভাবে দেশীয় অর্থনীতি, কৃষক সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল? ([redacted])

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন ভারতে কৃষি ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো 'কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ'। এই বিষয়টির মূল কথা হলো কৃষক শুধু ব্যবহারের জন্য উৎপাদন না করে খাদ্যশস্যসহ এমন কিছু বাণিজ্যিক শাসন উৎপাদন কতৃক উদ্যোগী হলো যা বিক্রয় করে লাভবান হলো। এই ব্যবস্থার কার্যকরী হওয়ার কারণ হলো ইংরেজ আমলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিক বিকাশ এবং ভারতের ঔপনিবেশিক রূপান্তর।

কৃষির বাজার যে আগে কোনও দিন ছিল না তা নয়। ইংরেজরা ভারতে আসার আগে শহরের মানুষ খাদ্যের জন্য গ্রামের উপর নির্ভর করত। ইউরোপীয়রা যখন এ দেশে ব্যবসা করতে এল তখন তারা কুটির শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রি ছাড়াও রঞ্জক, নীল প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যও ক্রয় করত। এ ছাড়া কুটির শিল্পের কাজে লাগে এমন কিছু শিল্পজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীন বাজার ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে কৃষির যে বাজার গড়ে উঠল তার চেহারা অন্য রকম।

ইংরেজ আমলে নগদ টাকায় রাজস্ব আদায় হওয়ায় এবং অন্য দিকে কৃষক

তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কেনার জন্য টাকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় টাকার চাহিদা বাড়ল। অভ্যন্তরীণ পরিবহনে বিপুল উন্নতি হওয়ায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মাল পরিবহন সম্ভব হলো। এই অবস্থায় কৃষকরা বাজারের দিকে তাকিয়ে কোন ফসল উৎপাদন করলে বেশি মুনাফা করতে পারবে তা ভেবে অর্থাৎ বাজার দরে ওঠানামার উপর লক্ষ্য রেখে ফসল উৎপাদনের উপর চিন্তা করল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে মধ্যে পাঞ্জাবের বিলাসপুর গ্রামে দেখা গেল কৃষকরা গ্রামের প্রধান খাদ্যশস্য ডাল উৎপাদন না করে বেশি দামে বিক্রয় করা যায় এমন ফসল, যথা গম, আখ, ভুট্টা প্রভৃতি চাষ করছে এবং প্রয়োজনীয় ডাল বাইরে থেকে আমদানি করা হচ্ছে। বাংলার, চাষিরাও অধিক মূলে বিক্রয় করার জন্য চালের পরিবর্তে ডাল উৎপাদন করা হচ্ছে। কৃষি বাণিজ্যিকীকরণে এই প্রক্রিয়া কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর একটি কারণ হলো—(ক) ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতে কাচামালের চাহিদা বাড়ল; (খ) ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খাল খোলার ফলে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের দূরত্ব কমে যাওয়ায় বাণিজ্য নিরাপদ ও দ্রুত হলো। এর ফলে দেখা গেল পাট বা তুলার মতো শুধু বাণিজ্যিক ফসল নয়, চাল, ডালের মত খাদ্যশস্য রপ্তানি করাও লাভজনক হয়ে উঠেছিল। সুতরাং শুধু অভ্যন্তরীণ বাজারেই নয় বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই সব শস্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল।

বাণিজ্যিক ফসলের ক্ষেত্রেও বাণিজ্যকরণের এই প্রক্রিয়া অবশ্য সর্বক্ষেত্রে এক রকম ছিল না। শতকের প্রথম দিকে বাংলার চাষিদের আফিম চাষে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হলো আফিম বিভাগ থেকে প্রাপ্ত অগ্রিম অর্থ। তবে কৃষকরা এই অর্থ আফিম চাষে না খাটিয়ে খাজনা হিসাবে দিত। এমনকি পাট চাষের ক্ষেত্রে এইভাবে খাজনা টাকা দেবার জন্য অগ্রিম অর্থ আশা করত। তবে নীল চাষের ক্ষেত্রে দাদন নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

বস্তুত কৃষকরা যে সব সময় রাজাদের ঠকিয়েই বাণিজ্যিক ফসল ফলাত তা নয়। অনেক সময়ই তারা বাধ্য হয়ে অর্থাৎ জীবন ধারণের বাস্তব প্রয়োজনে এইসব ফসল উৎপাদন করত। কৃত্রিম নীল আবিষ্কার হওয়ায় নীল চাষ ক্রমশ হ্রাস পায়। কিন্তু আফিমের চাষ দিন দিন বেড়েই চলেছিল। ১৮৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২২% বৃদ্ধি পায়। তবে মোট কর্ষণযোগ্য জমির মধ্যে শতকরা একভাগ থেকে তিনভাগ জমিতে এই চাষ সীমাবদ্ধ ছিল। পাট চাষ ছিল একটি নতুন কৃষিজাত পণ্য। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাট চাষের ব্যাপক প্রচলন হয়। হুগলী নদীর উভয় তীরে পাটকল স্থাপিত হওয়ায় কাঁচা পাটের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে।

তা ছাড়া ডান্ডির পাটকলের জন্য রপ্তানি করা হতো। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাটের উৎপাদন দ্রুত গতিতে বেড়েছিল। তার পর পাটের বাজারের মন্দা দেখা দেওয়ায় রপ্তানি হ্রাস পায়। এই সময় বাংলা ও বোম্বাইতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় কৃষকরা ধান উৎপাদনের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।। কারণ দুর্ভিক্ষের ফলে চালের দাম অত্যাধিক বেড়ে ছিল।

চা ছিল আর একটি নতুন অর্থকরী ফসল। বাগানের মালকিরা ছিল ইউরোপীয়। তারা কুলি নিয়োগ করে চা উৎপাদন করত। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ভারতের কৃষি অর্থনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো তুলো চাষ।

ইংল্যান্ডের বস্ত্র শিল্পের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টারের তুলো আসত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে গৃহযুদ্ধে ইংল্যান্ডের মিল মালিকের ভারত থেকে তুলো আমদানি করে সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়। ফলে বোম্বাই ও গুজরাট অঞ্চলের চাষিরা লাভবান হওয়ার জন্য তুলো উৎপাদনে মন দেয় এবং প্রচুর কাঁচা টাকা উপার্জন করে। তবে আমেরিকার যুদ্ধ শেষ হলে আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পরে অবশ্য বোম্বাই ও আমেদাবাদের দেশি কাপড়ের কল গড়ে উঠলে তুলা উৎপাদন জোর কদমে শুরু হয়। তা ছাড়া বিদেশের বাজারে ভারতীয় তুলো রপ্তানি অব্যাহত থাকে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মোট উৎপন্ন তুলা ৯০% বিদেশে রপ্তানি হতো। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতে উৎপাদিত তৈল বীজ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাইরে বিশেষত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রপ্তানি হতো।